Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 74–81
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূতান্বেষী 'বরদা'- ফিরে দেখা

প্রতাপ চন্দ্র দাস
গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: pratapchandradas239@gmail.com

Keyword
প্রেতপুরী, রক্ত-খদ্যোত, টিকটিকির ডিম, মরণ-ভোমরা, অশরীরী, সবুজ চশমা

Abstract

Discussion

বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রথিতযশা সাহিত্যিক। বহুমুখী প্রতিভাধারী শরদিন্দুর সাহিত্য সাধনার প্রতি প্রবল আকর্ষণের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, তাঁরই স্কুলের ড্রিল মাস্টার শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন চৌদ্দ বছর, ক্লাস টেনে পড়েন। একদিন বাংলার ক্লাসে পূর্ণবাবু শরদিন্দুকে একটি কবিতা লিখে আনতে বলেন- এখান থেকেই লেখকের সাহিত্য সেবার আরাম্ভ।

বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীকে। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি গোয়েন্দা কাহিনীগুলিকে সামাজিক উপন্যাসে উন্নীত করেছেন। ব্যোমকেশ কাহিনী ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন দুর্দান্ত কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, অজস্র ছোটগল্প, কবিতা এবং চিত্রনাট্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জনপ্রিয় দাদা'দের ছড়াছড়ি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরদা-তাদের মধ্যে অন্যতম। বরদার সাথে অন্যান্য দাদা'দের বিশেষ মিল নেই। বরদা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ঘনাদা'কে সৃষ্টি করেছেন এমন এক চরিত্র হিসেবে-যিনি ইতিহাসের পাশাপাশি বিজ্ঞানটাও ভালো জানেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'টেনিদা'কে সৃষ্টি করেছেন কৌতুক চরিত্রের আদলে। সত্যজিৎ রায় 'ফেলুদা'কে বানিয়েছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা রূপে। আবার বুদ্ধদেব গুহ 'ঋজুদা'কে সৃষ্টি করেন দুঃসাহসিক এডভেঞ্চার প্রিয় চরিত্র হিসেবে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'বরদা'কে সৃষ্টি করেন ভূতজ্ঞানী-ভূতান্বেষী রূপে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম অলৌকিক গল্পেই ভূতজ্ঞানী বরদার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। বরদাকে নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মোট চৌদ্দটি কাহিনী রচনা করেন। তাঁর প্রথম দিকের ভূতের গল্পগুলি মূলত বরদারই কাহিনী। অধিকাংশ গল্পের পশ্চাৎপট মুঙ্গের শহর ও বিহারের গ্রামাঞ্চল।

বরদা প্রবাসী বাঙালি। মুঙ্গের শহরে অমূল্য, হৃষী, পৃথ্বী, চুনী প্রমুখ সভ্যদের নিয়ে বরদাদের বাঙালি ক্লাব। বরদার অধিকাংশ ভূতের গল্পের সূতিকাগার এই ক্লাব। বরদা একটি চুরুট ধরিয়ে গল্প শুরু করেন। বরদার গল্প বলার এক নিজস্ব ভঙ্গী রয়েছে। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলে সে শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করে দেয়, তারপর শ্রোতারা

সামলে ওঠবার আগেই গল্প শুরু করত। অমূল্যর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তখন আর তাকে থামানোর উপায় ছিল না। গল্প বলার এই ধরণটির জন্যই-বরদা অল্পকালের মধ্যেই পাঠকদের মনে আসন পেতে বসে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বরদাকে নিয়ে প্রথম গল্প রচনা করেন ১৯১৫ সালে। গল্পটির নাম 'প্রেতপুরী'। গল্পটিতে দেখতে পাই,বরদা ক্লাব সভ্যদের উপস্থিতিতে শ্রাবণ মাসের প্রচন্ড বৃষ্টিকে দেখে বছর কয়েক আগেকার একটা পুরনো গল্প বলেন। অমূল্য বরদার গল্পের বিরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত শ্রোতা হয়। গল্পের পটভূমি বাংলাদেশের এক অতি পুরনো পাড়াগাঁ। বরদা মাসতুত ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী হন এবং রাত্রিবেলায় শোবার ঘরের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় একটি অতিপুরনো বাড়িতে শয়নের ব্যবস্থা করেন। গ্রামবাসীদের মতে বাড়িটি ভূতুড়ে, দু-একজন সাহসী লোক বাড়িটিতে রাত্রিবাস করার চেষ্টা করলেও সেই রাত্রেই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসেন। ঘরটি আসবাবহীন-কেবল দেয়াল আলমারিতে পাঁচ-ছয়টি খালি মদের বোতল রয়েছে। রাত্রি দুটো অথবা আড়াইটের সময় খালি মদের বোতলগুলির ঝনঝন শব্দে বরদার ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে অজস্র বৃষ্টিপাত এবং ভিতরে খালি বোতলগুলির অশরীরী নৃত্য শুরু হয়। লেখকের ভাষায়,

> *"...দারুণ ভয়ে আমার সমস্ত যুক্তি-তর্ক, বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এই শব্দটার যে কোন স্বাভাবিক কারণ থাকতে পারে, সে কথা আমার মনের ধার ঘেঁষেও গেল না। সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম, সেই শূন্য মদের বোতলগুলো সজীব হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কপাটে ঘা দিচ্ছে। ...নিশাচর প্রেতযোনির এই নিশীথ উল্লাস ঝনঝন শব্দে সমভাবে সমব্যবধানে চলতেই লাগল। আমি মশারির মধ্যে একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে বসে রইলুম।"* [১]

এইরূপ অবস্থায় বরদা জানালার কাছে উঠে দাঁড়ান এবং প্রচন্ড বিদ্যুৎ চমকানো আলোয় দেখেন, বাইরে ভীষণাকৃতির একটি লোক কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। বোতলের শব্দ হঠাৎ থেমে গেলে লোকটা বরদাকে উপেক্ষা করে জানালার গরাদ ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়েন। লোকটা বরদার কাছে মদ চেয়ে না পেয়ে, খালি বোতলগুলো মেঝেতে আছাড় মেরে ভেঙে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যান। বরদা সকালবেলা দেখেন, বালিশের তলা থেকে তাঁর সোনার ঘড়ি ও মানিব্যাগটা চুরি গেছে। গল্পটি শেষ হলে অমূল্য বরদাকে শ্লেষ করে বলেন-*'ব্যাস, এই গল্প? খালি ঝন ঝন ঝন!'* ক্লাবের সভ্যরা বিশেষত অমূল্য বরদার গল্পকে গাঁজাখুরি বললেও কেউই সেই খালি বোতলের ঝন ঝন শব্দের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি- এখানেই বরদার ভৌতিক গল্পের জয়।

বরদা সিরিজের দ্বিতীয় গল্প 'রক্ত-খদ্যোত' (১৯২৯ সাল)। গল্পটির পটভূমি মুঙ্গের শহর। গল্পটির বিশেষত্ব সম্পর্কে বরদা ক্লাবের সভ্যদের জানান, ভূতের মুখে ভূতের গল্প। ক্লাবের সভ্যরা বিশেষত অমূল্য এরূপ একটি আজগুবি কথা মানতে না চাইলে, বরদা গতবছর তাঁর প্ল্যানচেটে ভূত নামাবার ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। সন্ধ্যার পর একটি তেপায়া টেবিলে সস্ত্রীক বরদা এবং ছোটভাই পেঁচো জনৈক সুরেশবাবুর আত্মাকে স্মরণ করে ধ্যানস্থ হন। অতঃপর পেঁচোর দেহে আত্মা ভর করলে বরদা তার হাতে কাগজ-পেনসিল ধরিয়ে দেন। সেই কাগজে পেঁচোর মাধ্যমে মৃত সুরেশবাবু তাঁর মৃত্যুর একটি ভয়াবহ কাহিনী ব্যক্ত করেন। কাগজটির হাতের লেখাটি মৃত সুরেশবাবুর কিনা সে সম্পর্কে অমূল্য সংশয় প্রকাশ করলে, বরদা প্রমান স্বরূপ সুরেশবাবুর লিখিত একখানা পুরনো চিঠির কথা বলেন। অমূল্য বরদার গল্পকে গাঁজাখুরি বললেও, হৃষী কিন্তু বরদার গল্পের বিশেষ ভক্ত। তাই দেখতে পাই, ক্লাবে সাহিত্য সভার অধিবেশনে 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র' প্রবন্ধ পাঠের কথা অমূল্য অতুলকে বললে, হৃষী তাতে বাধা দিয়ে বরদাকে ভূতের গল্প বলার জন্য উৎসাহিত করেন। ক্লাবের সকল সভ্য তা নির্বিবাদে মেনে নেয়। আসলে সকলেই সত্য-মিথ্যার মাপদন্ডে বরদার গল্পকে রাখলেও-তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেনা।

বরদা সিরিজের তৃতীয় গল্প 'টিকটিকির ডিম' (১৩৩৬ সাল)। ক্লাবের সভ্য পৃথ্বী ও চুনীর রাজনৈতিক আলোচনা বাগযুদ্ধে পরিণত হলে, বরদা হঠাৎ প্রশ্ন করেন-টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ? মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত আলোচনা বন্ধ হয় এবং সকলেই বুঝতে পারেন নতুন একটি গল্প আসন্ন। অমূল্যের বিরোধের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বরদা বলেন-শুধু যে মানুষ মরেই ভূত হয় তা নয়,পশুপক্ষী এমন কি কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। বছর দুই আগে বরদা রাত্রিবেলায় টেবিলে বই পড়ছিলেন, ঠিক সেই সময় একটা টিকটিকি বরদাকে অগ্রাহ্য করে টেবিলের পোকা ধরে

ধরে খাচ্ছিল। বরদা মাকড়শা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ এমন কি ব্যাঙ পর্যন্ত সহ্য করতে পারলেও টিকটিকিকে পারেন না। টিকটিকিকে জগতের সবচেয়ে বীভৎস জীব বলে মনে করেন বরদা। তাই নানা চেষ্টা করেও টিকটিকিটি টেবিল থেকে না সরলে উপরন্তু দাঁতগুলো বার করে হেসে বরদার দিকে তাকালে, বরদার বড় রাগ হয়। তখন একটি অভিধান তুলে টিকটিকিটিকে লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে দেন। দেখা যায় টিকটিকিটির সর্বাঙ্গ ছাতু হয়ে গেছে কিন্তু মুন্ডুটা অক্ষত। অক্ষত মুন্ডুটি অসংখ্য দাঁত বার করে বরদার দিকে তাকিয়ে যেন একটা অত্যন্ত পৈশাচিক হাসি হাসছে। মৃত টিকটিকিটিকে ফেলে দেওয়ার পর এক আজগুবি অথচ বীভৎস কান্ড শুরু হয়। বরদার শয্যা, টেবিল, দেরাজ, ভাতের থালা, ঘরের সর্বত্র এমন কি ক্লাব ঘরের সিগারেটের ছায় ফেলা অ্যাশট্রেতেও দুটি করে টিকটিকির ডিম দেখতে পান। এমন কি বরদা স্বপ্নেও রেহাই পান না। লেখকের ভাষায়,

> *"স্বপ্ন দেখলুম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। শোবামাত্র বুঝতে পারলুম যে, বিছানায় চাদর পাতা নেই- তার বদলে আগাগোড়া টিকটিকির ডিম দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিম গুলো ভেঙে যেতে লাগল, আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কালসার সরীসৃপের মতো লক্ষ লক্ষ টিকটিকির ছানা বেরিয়ে আমার সর্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল।"* [২]

অবশেষে বরদা গয়ায় টিকটিকিটির প্রেতাত্মার সদ্গতি সংকল্প করে পিন্ডি দিয়ে রেহাই পান।

'মরণ-ভোমরা' (৫ই পৌষ ১৩৩৮ সাল) গল্পটির কেন্দ্রভূমি বরদাদের ক্লাবঘর হলেও এই গল্পটির বক্তা জনৈক ভূতনাথ শিকদার। কথক ষোল বছর বয়স থেকে একটি কালো ভোমরার হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ এই ভোমরাটি সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত, কেবল কথক সেটি বুঝতে পারেন। কথক বন্ধুদের সাথে বা আত্মীয়দের সঙ্গে থাকাকালীন ভোমরাটি দেখা দেয়। এরপর তিন দিনের মাথায় একজনের মৃত্যু হয়। এই ভাবেই কথকের মা, বাবা, মামা, ছেলেবেলার বন্ধু গোপাল মারা যায়। সেই থেকে কথক, বাঙালি সংশ্রব ত্যাগ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন সারা ভারতবর্ষময়। কারণ কালো ভোমরাটি কেবল বাঙালিদের মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে হাজির হই। গল্প শেষ হলে ভূতনাথ শিকদার ক্লাবঘরের জানালা খুলতেই কালো ভোমরাটি প্রবেশ করে। লেখকের ভাষায়,

> *"শিকদার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দু'টা পাগলের মতো। প্রায় চিৎকার করিয়া বলিল, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন!–বলিয়া ওভারকোট ও টুপি ফেলিয়াই ঝড়ের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।"* [৩]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশরীরী' (১৬ ফাল্গুন ১৩৩৯) গল্পটিতে বরদাকে কথকের স্থানে রাখলেও গল্পটির মূখ্য চরিত্র কলকাতা হাইকোর্টের একজন এডভোকেট। বরদা একটি পুরনো ডায়েরিতে এডভোকেটের দিনলিপি পান, সেটি ক্লাবের সভ্যদের কাছে পাঠ করে শোনান। এডভোকেট প্রচন্ড কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে মুঙ্গের শহরের পীর-পাহাড়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি একাকী এই নির্জন স্থানে দিনযাপন করতে থাকেন। কিছুদিন পর অনুভব করেন একটি স্ত্রী অশরীরী প্রেতাত্মার উপস্থিতি। প্রথম দিন এডভোকেটের ভয় করলেও ধীরে ধীরে তিনি অশরীরীর প্রেমে পড়েন। তাকে দেখার জন্য, তার সাথে মিলনের জন্য তিনি উন্মাদ হয়ে ওঠেন। অবশেষে অশরীরীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য এডভোকেট গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

'সবুজ চশমা' (২৬ শ্রাবণ ১৩৪০) গল্পটি বরদার প্রেতযোনিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠার গল্প। বরদা ক্লাবের সভ্যদের কাছে জানান, দশ বছর আগে মামাবাড়ি এলাহাবাদ যাচ্ছিলুম, মাঝে কিউল জংসনে তিন ঘন্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সেখানের ওয়েটিং রুমে পরিচয় হয় এলাহাবাদের লিটন কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর বিরাজমোহন সেনের সঙ্গে। তিনি এমন একটি চশমা আবিস্কার করেছেন, যা দিয়ে ভূতেদের রাজ্য দেখতে পাওয়া যায়। এদেশে প্রফেসর এবং তার আবিস্কৃত চশমার প্রতি সকলে অবজ্ঞা করলে, স্যার অলিভার লজকে চশমাটি দেখানোর জন্য প্রফেসর বিলেত যাত্রা মনস্থ করেন। সেই উদ্দেশ্যেই বিরাজবাবু কিউল জংসনে এসেছেন। বরদা কৌতুহলবশত চশমাটি চোখে দিয়ে শিউরে ওঠেন, সবুজ আলোয় জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যময় ভূতেদের চোখের সামনে দেখতে পান। চশমা পরিহীত বরদাকে ভূতেরা নানা ভাবে শাসাতে থাকে চশমাটি নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। বরদা ভুলে যান চশমাটি খুলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যাবে কিন্তু তা না করে প্রচন্ড ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্ল্যাটফর্মে দৌড়তে থাকেন। হঠাৎ চলন্ত ট্রেন সামনে এসে পড়লে-নিজেকে হ্যাঁচকা মেরে সামলে নেন কিন্তু চশমাটা গিয়ে পড়ে ট্রেন লাইনে। প্রচন্ড বেগে গাড়ির চাকাগুলো

চশমাটিকে গুঁড়ো করে চলে যায়। গল্প শেষে বরদা ক্লাব সভ্যদের বলেন- ভূতেরা চাই না তাদের জগৎ মনুষ্য গোচর হোক।

'বহুরূপী' (১২ই ভাদ্র ১৩৪৪) গল্পটিতে বরদা ক্লাবের সভ্যদের প্রেতযোনিতে বিশ্বাস এবং নিজের প্রতি সমস্ত রকম অপবাদ দূর করতে পেরেছেন। ক্লাবের সভ্যরা বিশেষত অমূল্য বরদার ভৌতিক গল্পকে গাঁজাখুরি বলেন। এই গল্পটিতে বরদা, ক্লাব সদস্যদের ভূতের সাথে সাক্ষাৎ দর্শন, কথাবলা-এমন কি করমর্দন পর্যন্ত করিয়েছেন। গত শীতে বরদা বিষয় সম্পত্তি তদারকির জন্য পাড়াগাঁয়ে যান। সেখানে যে ঘরটিতে বরদা ঘুমোন, সেখানেই একটি ভূতের আবির্ভাব হয়। বরদার সাথে ভূতটির বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়ে ওঠে। বরদা ক্লাব সদস্যদের সকলকে স্বচক্ষে ভূত দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালে, তারা বরদাকে না জানিয়ে একদিন হঠাৎ উপস্থিত হন। যথারীতি বরদা তাঁর শয়ন ঘরে সকল সভ্যদের চা-খাইয়ে অতিথি সৎকার করেন। কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়লে, বরদা সভ্যদের সাথে করমর্দন করে হাসিমুখে দোর খুলতে বলেন। কথক দরজার হুড়কা খুললে-অধীর হস্তে কবাট ঠেলে প্রবেশ করেন বরদা। দরজার বাইরে বরদাকে দেখে ক্লাব সভ্যরা হতভম্ব হয়ে যান। ক্লাব সভ্যদের বুঝতে বাকি থাকে না যে এতক্ষণ তারা বরদারূপী ভূতের সাথে ছিলেন।

'প্রতিধ্বনি' (২৭শে জৈষ্ঠ ১৩৪৫) গল্পটি বরদাদের ক্লাবের অন্যতম এক সভ্য সোমনাথের অশরীরীর সংস্পর্শে চরিত্র পরিবর্তনের গল্প। সোমনাথ বরদার আষাঢ়ে গল্পের আসরে যোগ দিত না, তবে তাঁর জীবনে বিলিয়ার্ড খেলার নেশা ছিল। ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলার জন্যই সে আসত। 'Echoes' (প্রতিধ্বনি) নামের একটি পুরাতন বাড়ি কেনার পর সোমনাথ ক্লাবে আসা দূরে থাক, এতদিনের বন্ধুদেরও ভুলে যায়। সোমনাথের এরূপ আচরণের কারণ হিসেবে বরদা অশরীরীর সহাবস্থান ঈশারা করেন। ফলে গল্পকথক ও চুনী তা পরীক্ষা করার জন্য একরাত্রি সোমনাথের গৃহে উপস্থিত হন। পুরনো দুই বন্ধুকে দেখে সোমনাথ বাইরে থেকে অভিবাদন জানালেও ভিতরে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। রাত্রি গাঢ়তর হলে সোমনাথের একাকী অশরীরীর সাথে বিলিয়ার্ড খেলা লক্ষ্য করেন দুই বন্ধু। এছাড়াও শব্দের রহস্যময় প্রতিধ্বনি, জোনাকির আলোয় নীলাভ নারীমুখের অবয়ব তৈরি-ইত্যাদি রহস্যময় ঘটনায় কথক ও চুনী অশরীরীর স্পষ্ট ঈশারা বুঝতে পারেন।

'আকাশ বাণী' (৩১শে জৈষ্ঠ ১৩৫৩) গল্পটির বক্তা ক্লাবের অন্যতম সভ্য সুধাংশু। অমূল্যর মতো সুধাংশুও বরদার ভূতুড়ে গল্পের তীব্র প্রতিবাদী। কিন্তু এই গল্পটিতে সুধাংশু বরদার পায়ে হাত দিয়ে প্রেতযোনি মেনে নিয়েছেন। কারণ প্রিয়তোষবাবু নামক ভদ্রলোকের বাড়িতে নারীঘটিত সন্দেহ নিয়ে সুধাংশু ও পাড়ার ছেলে ভূতো রাত্রে আড়িপাততে যান। সেখানে সুধাংশু রেডিও সেটের ভেতর থেকে প্রিয়তোষবাবুর মৃত স্ত্রীর আওয়াজ শুনেন। সুধাংশুর লোকের বাড়িতে এই আড়িপাতাজনিত অপরাধের জন্য রেডিও মারফত সেই অশরীরী হুমকি দেয়। লেখকের ভাষায়,

> *"... আপনার স্ত্রীর বুকের ব্যামো আছে না? ভাল চান তো শিগগির বাড়ি যান, নইলে হয়তো আর দেখতে পাবেন না।"* [৪]

অশরীরীর একথা শুনে সুধাংশু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাড়ি পৌঁছলে, রেডিওর মধ্য থেকে শুনতে পান,

> *"কেমন জব্দ! আর যাবেন পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে? ...স্বামী-স্ত্রীর কথা চুরি করে শুনতে গিয়েছিলেন, তাই একটু ভয় দেখালুম। আর কখনও এমন কাজ করবেন না...।"* [৫]

'দেহান্তর' (৩১ জৈষ্ঠ ১৩৫৬) গল্পটির পটভূমি বরদার কথানুযায়ী পাহাড়। মসুরী কিংবা নৈনিতাল। বরদা স্থানটির নাম যথার্থ বলেননি, কারণ গল্পটির পাত্র-পাত্রীরা জীবিত রয়েছে। বরদা ক্লাবের সভ্যদের জানান, শ্যালকের চিঠি পেয়ে পাহাড়ে গেলে অনেক বাঙালিদের সাথে পরিচয় হয়। বিধবা সাবিত্রী দাস ও অবিবাহিত প্রমথ রায়ের গুপ্ত প্রেম বরদা লক্ষ্য করেন। বিধবা সাবিত্রী ওরফে মিসেস দাস তাঁর বাসস্থান হর-জটায় প্রমথ রায়, বরদা এবং শ্যালককে সূর্যোদয় দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে প্রমথ রায় ও বরদার মধ্যে প্রেতযোনি সম্পর্কিত নানা তর্ক-বির্তকের কারণে, প্ল্যানচেটের মাধ্যমে মিস্টার দাসের আত্মাকে নামানোর চেষ্টা করা হয়। ফলস্বরূপ মৃত মিস্টার দাসের আত্মা প্রমথ রায়ের দেহে ভর করে এবং হরেক চেষ্টার পরও মিস্টার দাসের আত্মা থেকে যায় প্রমথ রায়ের দেহে। ধীরে ধীরে দেখা যায় প্রমথ রায়ের চেহারা বদলে পরিণত হতে থাকে মিস্টার দাসের চেহারায়। গল্প শেষে বরদা ক্লাব সভ্যদের

একটি প্রশ্ন করেন, মিস্টার দাসের প্রেতাত্মা প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হন এবং নিজের বিধবাকে আবার বিয়ে করেন, কিন্তু প্রমথর আত্মাটার কী হল? কোথায় গেল সে? অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিৎকারধ্বনি শুনতে পান বরদাসমেত ক্লাবসভ্যরা। আকাশে তাকিয়ে দেখেন বাদুড়ের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

'নীলকর' (১৮ আষাঢ় ১৩৬৫) গল্পটি বরদার বৈচিত্র্যময় ভূতের সম্ভারে একটি নতুন সংযোজন। বরদা এই গল্পটিতে ক্লাব সভ্যদের কাছে অশ্লীল ভূতের অবতারণা করেছেন। বরদা পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনার কাজে মজঃফরপুর শহরের নীলমহল অঞ্চলে যান। সেখানে কবুতরী নামক পরিচারিকা বরদাকে নিরন্তর শরীরী প্রলোভনে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে। এক প্রচন্ড শীতের রাতে অত্যাচারী নীলকর 'বিল্লি-সাহেবের' প্রেতাত্মার ভয় উপেক্ষা করে, বরদা কোৎঘরে রাত্রি যাপন করতে যান। বরদা কোৎঘরে প্রবেশের কিছুক্ষণ পর কানের কাছে শুনতে পান একটা অসভ্য অশ্লীল হাসি। লেখকের ভাষায়,

> *"এ হাসির বর্ণনা করা শক্ত, এ হাসি শুনলে মনে হয় এর পিছনে অকথ্য নোংরামি লুকিয়ে আছে, যে হাসছে তার মনের পাঁক শ্রোতার গায়ে লেগে যায়। গা ঘিনঘিন করে।"* [৬]

রাত গাঢ়তর হলে কবুতরী বরদার কাছে কোৎঘরে এলে, অত্যাচারী নীলকর বিল্লি-সাহেবের প্রেতাত্মা কবুতরীকে ধর্ষণ করে।

'মালকোষ' (৯ আগস্ট ১৯৬২) গল্পটি বরদার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। সংগীতের জগতে 'মালকোষ' খাঁটি ভারতীয় সুর। তার আদি নাম মল্লকৌষিক। বরদা একবার ওস্তাদ কাফি খাঁর কাছে মালকোষ শুনেছিলেন, সেই ঘটনাটি ব্যক্ত করেন ক্লাব সভ্যদের কাছে। আরব দেশের দৈত্য বিশেষ হল- জিন্। তারা মালকোষ রাগ শুনতে বড় ভালোবাসে। তাই বরদা এবং তার ছোট শালা শুভেন্দু ওস্তাদজীর কাছে মালকোষ রাগ শুনতে চাইলে ওস্তাদজী জানান-

> *"মালকোষ বাজাচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, যদি কিছু দেখতে পাও ভয় পেয়ো না।"* [৭]

ওস্তাদজীর মালকোষ বাজানোর নিবিড় অনুভূতির মধ্যে যখন বরদা ডুবে গেছেন, এমন সময় নাকে শুকনো তামাক পাতার কড়া গন্ধ আসে। বরদা অর্ধনিমীলিত নেত্র একটু খুলে এদিক ওদিক তাকালে হঠাৎ নজর পড়ে চাতালের নীচে মাটির ওপর এক দৈত্য। লেখকের ভাষায়,

> *"ঠিক চাতালের নীচেই একটা প্রকান্ড মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তার চেহারা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি, নিকষের মতো কালো গায়ের রঙ, আট হাত লম্বা তাগড়া শরীর, সর্বাঙ্গে লোহার শলার মতো রোঁয়া খাড়া হয়ে রয়েছে। দুই বাহু দিয়ে মাথাটা বেড়ে নিয়ে দৈত্য পড়ে আছে।"* [৮]

'মরণ দোল' (২ ফাল্গুন ১৩৪০) গল্পটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকম্পের পরবর্তী অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। গল্পটির পটভূমি বরদাদের ক্লাবঘর সংলগ্ন মুঙ্গের শহর। বেলা দুটার সময় সমগ্র মুঙ্গের শহর যখন নিশ্চিন্তে নিজের কাজে ব্যস্ত ঠিক তখনি আড়াই মিনিট ধরে ভূমিকম্প শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র শহরটা শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। ক্লাবের সকল সদস্যরা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় বিধ্বস্ত ক্লাবঘরের পাশে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ অবস্থা বর্ণনা করতে থাকেন। এই রূপ পরিস্থিতিতে কোন এক অজানা অশরীরীর নিষেধ সূচক আওয়াজে সস্ত্রীক বরদা বেঁচে যান- সেই কাহিনী ব্যক্ত করেন। বরদা দোতলায় সস্ত্রীক দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মরণদোল রূপী ভূমিকম্প শুরু হলে বরদা সস্ত্রীক সিঁড়ি দিয়ে নামতে যান- সেই মুহূর্তে 'ওদিকে যাসনি' আওয়াজ পান। লেখকের ভাষায়,

> *"...তারপর যা আরাম্ভ হল তার বর্ণনা বোধ হয় হোমার কিংবা বাল্মীকিও দিতে পারতেন না। তুফানের মাঝখানে ডিঙ্গির মত পৃথিবী দুলতে লাগল। ...আমাদের বাড়িখানা আমার চারপাশে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বুঝতে পারলুম কিন্তু চোখে দেখতে পেলুম না। ...ধুলোর অন্ধকার যখন একটু পরিস্কার হল তখন দেখলুম বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই- শুধু একটা থামের মাথায় একহাত চৌকশ জায়গার ওপর আমি আর আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছি ...আমরা যদি নীচে নামতুম তাহলে আর বেরুতে পারতুম না, জাঁতা-কলে ইঁদুরের মত চাপা পড়ে থাকতুম। ...কিন্তু কে সে-যে গর্জন করে আমাদের সাবধান করে দিল?"* [৯]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সঙ্গে ভূতজ্ঞানী বরদার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন 'ব্যোমকেশ ও বরদা' গোয়েন্দা কাহিনীটিতে। মুঙ্গের শহরের কেল্লা নামক স্থানটিতে একজন ভাড়াটে ভদ্রলোক বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যু হয়। পুলিশ এই হত্যাকান্ডের কোন কিনারা করতে পারেননি, উপরন্তু সেই ভাড়াটে ঘরটিতে রাত্রিবেলায় ভূতের উপদ্রব শুরু হয়। ফলে ডাক পড়ে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর। স্থানীয় ভূত বিশেষজ্ঞ বরদাবাবু ব্যোমকেশকে সমস্ত ঘটনা বলেন। বরদা তাদের ক্লাবে ব্যোমকেশকে নিয়ে যান এবং প্ল্যাঞ্চেটের মাধ্যমে উক্ত প্রেতটির সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। বরদা ব্যোমকেশকে প্রেতযোনিতে আকৃষ্ট করার নানা চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশ স্থানীয় শৈলেনবাবুকে অপরাধী প্রমান করেন এবং তিনিই যে প্রেত সেজে সকলকে আতঙ্কিত করছিলেন-তা সকলের সামনে তুলে ধরেন। অমূল্য বরাবরই বরদা ও তার ভূতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাই বরদার এই পরাজয়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ব্যোমকেশকে বরদার ভূতের রোজা বলেন। বরদাও দমবার পাত্র নয়, তিনি বলেন,

> *"মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতির মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই একথা সিদ্ধ হয় না।"* [১০]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক কাহিনী গুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় পরিবেশের যথাযথ ও সুন্দর বিনিয়োগ। বরদার কাহিনী গুলিতে বৈচিত্র্যময় ভূতেদের আতংকের সাথে সাথে মুঙ্গের শহর ও বিহারের গ্রামাঞ্চলের নানাবিধ চিত্র আমরা দেখতে পাই। বরদার কয়েকটি গল্পে বাংলাদেশের বর্ণনাও কিছু রয়েছে। 'প্রেতপুরী' গল্পটিতে বর্ষাকালে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কাঁচা রাস্তার কী দুর্দশা হয়, তার বর্ণনা লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে করেছেন। সাথে বর্ষারাত্রির কর্দমাক্ত পরিবেশে ভূতুড়ে বাড়িতে মদের খালি বোতল গুলির প্রেতযোনি প্রাপ্তি বরদার সাথে সাথে পাঠকদেরও শরীর আতংকে শিহরিত হয়ে ওঠে। 'রক্ত-খদ্যোত' গল্পটিতে বরদা প্ল্যানচেটের মাধ্যমে ভূতের মুখে ভূতের গল্প শুনিয়েছেন। এছাড়া মুঙ্গের শহরের পিপর-পাঁতি নামক বিখ্যাত বীথিপথ ও তৎসংলগ্ন গঙ্গার কূলে মুসলমানদের গোরস্থানের নিপুন বর্ণনায় গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। টিকটিকির হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে, প্রেত টিকটকির পাল্লায় নাকানি চোবানি খাওয়ার গল্প বরদার 'টিকটিকির ডিম'। অবশেষে বরদা গয়ায় পিন্ডি দিয়ে প্রেত টিকটিকির উপদ্রব থেকে রক্ষা পান। রোগা লিকলিকে ভূতনাথ শিকদারের সাথে বরদার দৈহিক শক্তির পরীক্ষায় পরাজিত হওয়া, ভূতনাথ শিকদারের গল্প বলা এবং গল্প শেষে ক্লাবঘরে হঠাৎ মৃত্যুর দূত রূপে কালো ভোমরার আগমন 'মরণ-ভোমরা' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে। গল্পটিতে বরদা শ্রোতার ভূমিকা নিয়েছেন। কলকাতা, বর্ধমান ও আগ্রার স্থানীয় কিছু বর্ণনা গল্পটিতে রয়েছে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত এক অশরীরীর প্রতি প্রবল প্রেম ও তীব্র মিলন আকাঙ্খার গল্প 'অশরীরী'। পীর-পাহাড়ের নির্জন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তায় গল্পটি ভিন্ন জগতের হাতছানি দেয়। 'অশরীরী' গল্পে বক্তার কাঁধে হঠাৎ শিমুল ফুল পড়ার কল্পনাটি বড় সুন্দর। ভূতেদের জগত দেখতে পাওয়ার এক অভিনব আবিষ্কারের গল্প 'সবুজ চশমা'। ভৌতিক জগতের সবুজ উজ্জ্বল আলো, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ভূত ও তাদের সম্মিলিত আক্রমণের বর্ণনা বরদার সাথে সাথে পাঠকদেরও আতংকিত করে। বিহার প্রদেশের এক দেহাত গ্রামে বরদার রূপধারী-এক বহুরূপী ভূত নাস্তিক ক্লাব সদস্যদের সামনে আবির্ভূত হয়ে প্রেতযোনির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে যান-'বহুরূপী' গল্পটিতে। গল্পটিতে বরদার চাকর রঘুয়া ও বরদার কুকুর খোক্কস এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পের প্রকল্পনা doppelgaenger কল্পনাকে আশ্রয় করেনি। পক্ষান্তরে জীবিত ও অ-জীবিতের এই লুকোচুরির কল্পনাটি খুব চমৎকার। তাছাড়া বরদাকে impersonate করার কল্পনাটি তুলনাহীন। বিলিয়ার্ড খেলার নেশা জীবন্ত মানুষ ও প্রেত-এর সীমারেখা মুছে দেওয়ার গল্প 'প্রতিধ্বনি'। গল্পটি ভূতুড়ে বাড়ি প্রকল্পনাকে আশ্রয় করে রচিত। লেখকের কলমে গল্পটিতে অতিন্দ্রিয় কিছু ঘটনার বর্ণনা এবং জোনাকির আলোয় নারী মুখের ছবি বর্ণন-সত্যিই অনবদ্য। 'প্রতিধ্বনি' গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, এই গল্পে অলৌকিকের কোনো রূপ প্রকাশিত নেই। তবু সে আছে। তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বাতাসের মতো আলোর গতিপথের মতো দৃষ্টিগোচর না হলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বরদার বৈচিত্র্যময় ভৌতিক কাহিনী বয়নে এক নতুন সংযোজন 'আকাশবাণী' গল্পটি। রেডিওর মাধ্যমে অশরীরীর আত্মপ্রকাশ গল্পটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। পাহাড়ি এলাকার মনোরোম প্রাকৃতিক পরিবেশে অশরীরীর আগমন ঘটিয়েছেন লেখক 'দেহান্তর' গল্পটিতে। বরদার প্ল্যানচেটে জীবন্ত মানুষের দেহে প্রেতযোনি প্রাপ্ত আত্মা প্রবেশ করে পূর্বের জীবন্ত অবস্থার দেহ ফিরে পাওয়ার

গল্প 'দেহান্তর'। 'নীলকর' ইংরেজদের অত্যাচার-লালসার এক জঘন্যতম নির্দশনের গল্প। বরদার কথানুযায়ী অশ্লীল ভূতের গল্প। তৎকালীন মজঃফরপুর শহরের নীলমহলে ইংরেজদের নানাবিধ নির্দশনের সমাবেশে গল্পটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। সঙ্গীত সুরের অনুরাগী এক জিন্ ভূতের গল্প 'মালকোষ'। আরব দেশের 'জিন্' নামক দৈত্যদের রূপ-রস ও গন্ধের বর্ণনা স্বল্প পরিসরে বরদার জবানীতে সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'মরণ-দোল' গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা। মানব জীবনের উপর নির্দয় অভিশাপের মতো নেমে আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়-তারই চিত্র নিয়ে সৃষ্টি গল্পটি। মৃত্যু নিশ্চিত এরূপ পরিস্থিতিতে বরদা এক অজানা অশরীরীর নিষেধাজ্ঞায় সস্ত্রীক বেঁচে যান। মুঙ্গের শহরের বুকে নেমে আসা ভূমিকম্প লেখকের প্রত্যক্ষীকৃত। 'ব্যোমকেশ ও বরদা' গোয়েন্দা কাহিনীটির পটভূমি মুঙ্গের শহরের কেল্লা নামক স্থান, যা এক সময় মীরকাশিমের দুর্ধর্ষ দুর্গ ছিল। গল্পটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এক ভাড়াটে ভদ্রলোক খুনের পর প্রেতের আবির্ভাব ও প্রবাসী বাঙালিদের নানাবিধ কর্মকান্ডে কাহিনী জটিলতর হয়েছে। অবশেষে ব্যোমকেশের কর্ম তৎপরতায় অপরাধী ধরা পড়ে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গেরে থাকাকালীন 'বাণীমন্দির' নামে একটি ক্লাবের পত্তন হয়। লেখক সেই ক্লাবটির সভ্য হন। বাণী-মন্দির ছোট্ট ক্লাব, মাত্র দশ-পনেরো জন সভ্য। বরদার গল্পে বারবার যে ক্লাবের উল্লেখ রয়েছে, তা ঐ বাণী-মন্দির নামক ক্লাবটিরই কল্পিত রূপ। এমন কি বরদার ভূতের গল্পের প্রধান বিরোধী ক্লাবের অন্যতম সভ্য অমূল্য লেখকের বাস্তব জীবনের বন্ধু। বরদার গল্পে বহুবার প্ল্যানচেট প্রসঙ্গ এসেছে, তাতে লেখকের প্রচ্ছন্ন ছায়া বিদ্যমান ছিল– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের মত প্ল্যানচেটেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজে বহুবার প্ল্যানচেট টেবিলে অশরীরী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। বরদা চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও লেখকের নিজস্ব সত্তার অনেকখানি চরিত্রটির মধ্যে অর্পিত হয়েছিল। এক পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে লেখক জানান,

> *"ভূতের গল্প সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। বরদা চরিত্র কাল্পনিক। নতুন কোন আইডিয়া না পেলে ভৌতিক গল্প আর লিখব না। আসলে বরদাই আমাকে ছেড়ে গেছে, আমি বরদাকে ছাড়িনি।"* [১১]

বাংলা সাহিত্যের দাদা'দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'কে অনেকে বয়োঃজ্যেষ্ঠ হিসেবে ধরেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, সে অধিকার প্রাপ্য শরদিন্দুর বরদার। ঘনাদা, ফেলুদা বা টেনিদার মতো বরদা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছাতে না পারলেও, বরদার প্রতি পাঠক সমাজ বিমুখ নয়। বৈচিত্র্যময় ভৌতিক গল্প চয়নে ও বয়নে বরদা একমেবাদ্বিতীয়ম্। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক জগতের গল্প গুলিকে বরদা নিজস্ব মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। বরদার বন্ধুরা তাঁর ভূতের গল্পের হাজারো বিরোধীতা করলেও, গল্প বলা শেষ হলে গল্পটিকে গাঁজাখুরি বলে সরাসরি উড়িয়ে দিতেও পারে না, আর এখানেই বরদার জয়-জয়কার।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস (পঞ্চম খন্ড), প্রেতপুরী, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৮২, ষড়বিংশ মুদ্রণ, ১৪২৫, পৃষ্ঠা-৪
২. তদেব, টিকটিকির ডিম, পৃষ্ঠা-১৬
৩. তদেব, মরণ-ভোমরা, পৃষ্ঠা-৩১
৪. তদেব, আকাশবাণী, পৃষ্ঠা-৭৪
৫. তদেব, আকাশবাণী, পৃষ্ঠা-৭৫
৬. তদেব, নীলকর, পৃষ্ঠা-১৭০
৭. তদেব, মালকোষ, পৃষ্ঠা-২০৭
৮. তদেব, মালকোষ, পৃষ্ঠা-২০৮
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস (সপ্তম খন্ড), মরণ দোল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা

লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৭৭, পৌষ, ১৩৮৩, ঊনবিংশ মুদ্রণ, জুলাই, ২০১৮, আষাঢ়, ১৪২৫, পৃষ্ঠা-১৪,১৫

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, ব্যোমকেশ সমগ্র, ব্যোমকেশ ও বরদা, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, মে, ১৯৯৫, দ্বাবিংশ মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৬, পৃষ্ঠা-২৪৬

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, শরদিন্দু অমনিবাস (পঞ্চম খন্ড), গল্প-পরিচয়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৮২, ষড়বিংশ মুদ্রণ, ১৪২৫, পৃষ্ঠা-৪০২

গ্রন্থপঞ্জি :

১। শরদিন্দু অমনিবাস (পঞ্চম খন্ড), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯

২। শরদিন্দু অমনিবাস (সপ্তম খন্ড), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৯

৩। ব্যোমকেশ সমগ্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯

৪। শরদিন্দু অমনিবাস (দ্বাদশ খন্ড), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯